مجموعه پوستر

محکومیت آل سعود توسط رهبری

زبان هندی

মুসলমানদের জন্য হজ মর্যাদা ও **গৌরবের** এক মৌসুম যা সব মানুষের দৃষ্টিতেই স্পষ্ট। এ মৌসুম অন্তরকে আলোকিত করার এবং মহান আল্লাহর সমীপে নিজেকে বিনম্র করার ও দোয়া আর কাকুতি -মিনতির ঋতু। হজ এক পবিত্র, **পার্থিব**, **খোদায়ি** ও জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্রত।

02/09/2016

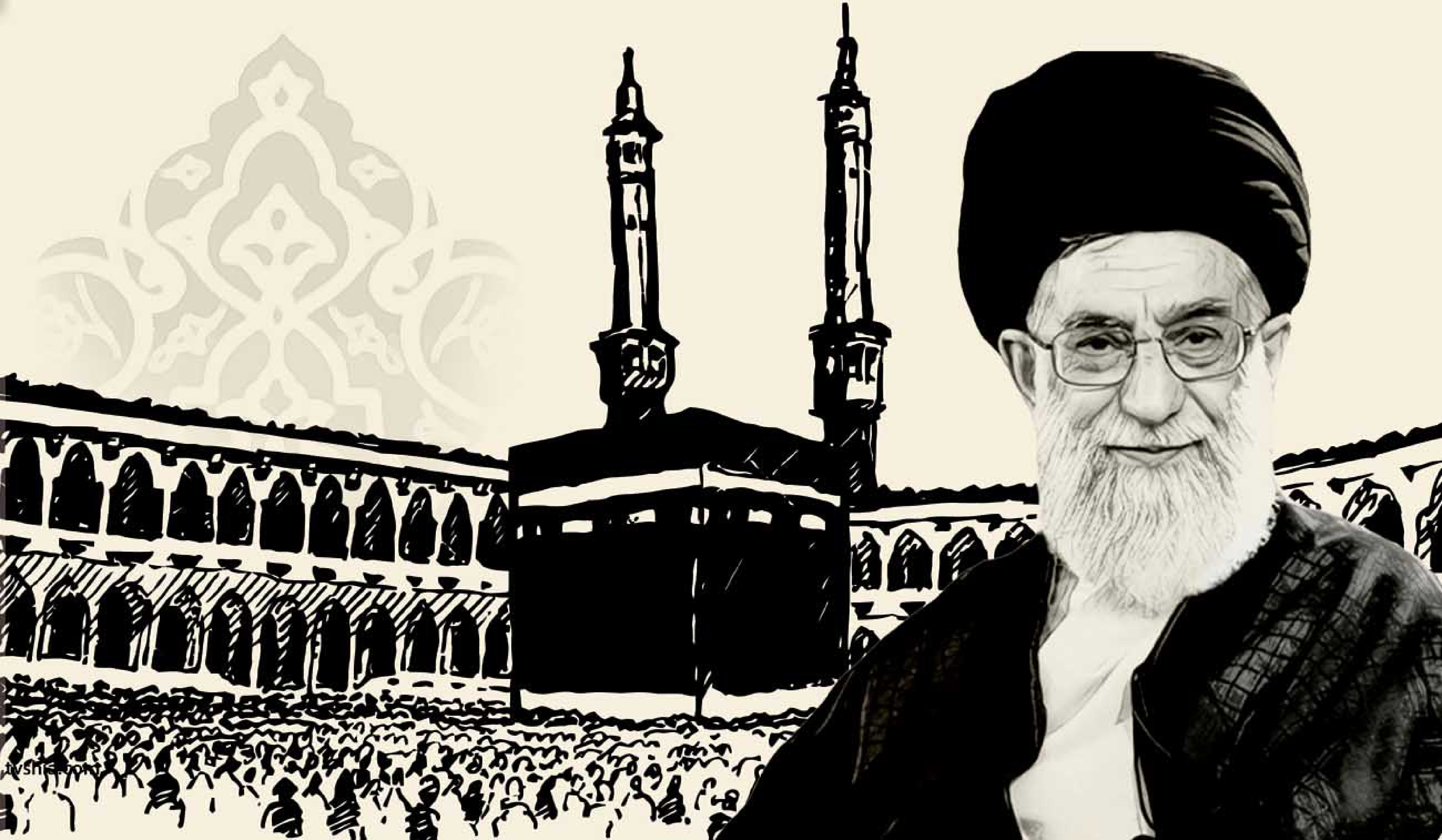

ইসলাম যে **ইব্রাহিমি হজ** মুসলমানদেরকে **উপহার** দিয়েছে তা গৌরব, আধ্যাত্মিকতা, **ঐক্য ও মর্যাদার প্রতীক**। এই হজ ইসলামের শত্রু ও অমঙ্গলকামীদের কাছে তুলে ধরে **মুসলিম উম্মাহর মহত্ত্ব** বা বিশালত্ব ও **মহান আল্লাহর অশেষ শক্তির** ওপর তাদের নির্ভরতা। এ ছাড়াও তা স্পষ্ট করে দেয় বলদর্পি আর **বিশ্ব-মোড়লদের** পক্ষ থেকে মানবজাতির **ওপর চাপিয়ে দেয়া** দুর্নীতি, লাঞ্ছনা ও জুলুমের চোরাবালি থেকে মুসলিম উম্মাহর দূরত্বকে।

02/09/2016

ইসলামী ও তাওহিদি হজ হচ্ছে «اَشدّآءُعَلَی الکُفّار رُحمآءُ بَینَهُم» মুসলমানরা পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্র ও কাফির বা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। এই হজ হচ্ছে মুশরিকদের সঙ্গে **সম্পর্কচ্ছেদ** করার এবং মু'মিনদের সঙ্গে **ঐক্য ও ভালবাসা** জোরদারের স্থান।

02/09/2016

آل سعود

الشجرة الملعونة

যারা হজকে নিছক ধর্মীয় প্রমোদ-ভ্রমণের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে এবং ইরানের মু'মিন ও বিপ্লবী জাতির প্রতি তাদের শত্রুতা আর ক্ষোভকে লুকিয়ে রেখেছে 'হজের রাজনীতিকরণ' শিরোনামের আড়ালে তারা ক্ষুদ্র ও অপমানিত শয়তান মাত্র। তারা বড় শয়তান আমেরিকার অশুভ লক্ষ্যগুলোকে বিপদাপন্ন হতে দেখা মাত্রই কাঁপতে থাকে।

02/09/2016

সৌদি শাসকগোষ্ঠী এ বছর ‘আল্লাহর পথে ও মসজিদুল হারামের পথে’ সৃষ্টি করেছে বাঁধ এবং ইরানের মু’মিন ও সাহসী হাজিদের জন্য তাদের প্রেমাস্পদের ঘরে যাওয়ার পথ বন্ধ করেছে। এই সৌদি শাসকগোষ্ঠী হল বিভ্রান্ত ও কলঙ্কিত কিছু লোক যারা তাদের জুলুম-অবিচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত রাজ-সিংহাসনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাকে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী-দাম্ভিক শক্তিগুলোর স্বার্থ রক্ষা ও ইহুদিবাদ আর আমেরিকার সঙ্গে জোটবদ্ধতা এবং তাদের ইচ্ছাগুলো পূরণের চেষ্টার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করছে। আর এই প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে তারা যে কোনো ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করতেও লজ্জা বোধ করে না।

آل سعود الشجرة الملعونة

02/09/2016

মিনার ভয়াবহ ঘটনার পর প্রায় এক বছর অতিবাহিত হয়েছে। যে ঘটনায় ঈদের দিন ইহরাম বাধা অবস্থায় প্রখর রোদের মধ্যে তৃষ্ণার্ত কয়েক হাজার মানুষ নির্মমভাবে প্রাণ হারিয়েছে। এর কিছু দিন আগেই মসজিদুল হারামেও এক দল হাজী ইবাদতরত অবস্থায় অর্থাৎ তওয়াফ ও নামাজ পড়ার সময় নিহত হয়েছেন। এ দুই ঘটনার জন্যই দায়ী হলো সৌদি শাসকরা। দু'টি ঘটনার জন্যই যে সৌদি শাসকরা দায়ী সে বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী,পর্যবেক্ষক ও কারিগরি-বিশ্লেষকসহ সবাই একমত।

02/09/2016

آل سعود الشجرة الملعونة

এছাড়া কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ এ সন্দেহও প্রকাশ করেছেন যে, ঘটনা ঘটানো হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে। অর্ধমৃত আহতদেরকে উদ্ধারের ক্ষেত্রে তাদের বিলম্ব ও অবহেলার বিষয়টি নিশ্চিত ও প্রমাণিত। এসব ব্যক্তি ঈদুল আজহার দিন মোহিত হৃদয় ও আত্মা দিয়ে আল্লাহর জিকির করছিলেন এবং কুরআনের আয়াত পাঠ করছিলে। কিন্তু সৌদি আরবের নির্দয় ও অপরাধী ব্যক্তিরা এসব আহত হাজীকেও মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে তালাবদ্ধ কন্টেইনারগুলোতে আটকে রাখে এবং চিকিৎসা তথা সাহায্য এমনকি তৃষ্ণার্ত ঠোটগুলোতে পানি দেয়ার পরিবর্তে তাদেরকে শহীদ করা হয়।

2/09/2016

সৌদি শাসকরা এ ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা, দুঃখ প্রকাশ ও সরাসরি জড়িত অপরাধীদের বিচারের পরিবর্তে চরম নির্লজ্জভাবে ও ধৃষ্টতার সঙ্গে আন্তর্জাতিক ইসলামি সত্য-সন্ধানী কমিটি গঠন করা থেকেও বিরত থেকেছে। তারা নিজেদেরকে অভিযুক্তের স্থানে দাঁড় না করিয়ে অভিযোগকারী সেজেছে।

02/09/2016

آل سعود الشجرة الملعونة

তাদের প্রচারণা যন্ত্রগুলো বিশেষ করে ইহুদিবাদী ও মার্কিনীদের সামনে যেসব **রাজনীতিবিদের** আচরণ **মুসলিম বিশ্বের জন্য কলঙ্কজনক, হারামখোর যেসব মুফতির** মনে আল্লাহভীতি নেই ও যারা প্রকাশ্যে **কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থি** ফতোয়া দেয় এবং **চাপরাশি** গণমাধ্যমগুলো যাদের বিবেক পর্যন্ত তাদেরকে মিথ্যা খবর তৈরি ও তা প্রচারে বিরত রাখতে পারে না তারা এ বছর ইরানি হাজীদেরকে পবিত্র হজব্রত পালন থেকে বিরত রাখার জন্য ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানকে দায়ী করার **ব্যর্থ চেষ্টা** করছে।

02/09/2016

ফেতনা সৃষ্টিকারী যেসব শাসক তাকফিরি ও শয়তানি গোষ্ঠীগুলোকে সৃষ্টি ও অস্ত্রসজ্জিত করে মুসলিম বিশ্বকে গৃহযুদ্ধে ঠেলে দিয়ে নিরপরাধ মানুষদের হতাহত করছে এবং ইয়েমেন, ইরাক, সিরিয়া ও লিবিয়াসহ আরো কিছু দেশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে।

02/09/2016

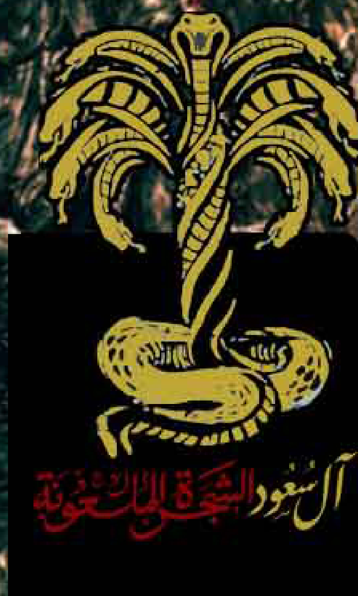

আল্লাহ-খোদা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর যেসব রাজনীতিবিদ ইহুদিবাদী ইসরাইলের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ও ফিলিস্তিনিদের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট উপেক্ষা করছেন এবং বাহরাইনের শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত জুলুম ও নির্যাতনের বিস্তার ঘটিয়েছেন, যেসব ধর্মহীন ও বিবেকহীন শাসক মিনা বিপর্যয় সৃষ্টি করেছেন ও হারামাইন শরীফের সেবা করার অজুহাতে আল্লাহ নির্ধারিত নিরাপত্তার সীমারেখা লঙ্ঘন করেছেন এবং আল্লাহর মেহমানদেরকে ঈদুল আজহার দিন মিনায় ও তার আগে মসজিদুল হারামে কুরবানি করে দিয়েছেন তারা আজ হজের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক না থাকার দাবি করছেন এবং নিজে যে গোনাহ করেছেন সেজন্য অন্যকে দায়ী করার চেষ্টা করছেন।

02/09/2016

তারা পবিত্র কুরআনের **সুস্পষ্ট** আয়াতে প্রদত্ত উদাহরণের মতো যেখানে মহান আল্লাহ বলছেন: “যখন ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে **অকল্যাণ সৃষ্টি** করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও **প্রাণনাশ** করতে পারে। আল্লাহ ফ্যাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না।” “আর যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার পাপ তাকে **অহঙ্কারে** উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তার জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা **নিকৃষ্টতর ঠিকানা**।”

02/09/2016

এ বছরও ইরানিসহ আরও কোনো কোনো দেশের হাজীদের হজ করার ওপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি অন্যান্য দেশের হাজীদের ওপরও মার্কিন এবং ইসরাইলি গোয়েন্দা বাহিনীর সহযোগিতায় অস্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। ঐশি নিরাপত্তার চাদরে আবৃত আল্লাহর ঘরকে সবার জন্য অনিরাপদ করে তোলা হয়েছে।

02/09/2016

tvshia.com